UAP-PRD

কালের কণ্ঠ

১৯ আগস্ট ২০১৬

চাকরির বাজারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও পড়ানো হচ্ছে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নানা বিষয়। আর বিষয়গুলোর মধ্যে বাছাই করা কয়েকটির চাকরির বাজার সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছেন মিজানুর রহমান

১৭ আগস্ট, ২০১৬ ০০:০০

ছবি : ফার্মেসী বিভাগ, ইউএপি

কোথায় কোন বিষয়?

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ব্যবসায় শিক্ষা শাখা ও প্রকৌশল শাখা কমবেশি সব বিশ্ববিদ্যালয়েই দেখা যায়। এর মধ্যে কিছু বিষয় কমন, যেমন—বিবিএ ও ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং। এর মধ্যেও কিছু বিশ্ববিদ্যালয় শুধু প্রকৌশল বিষয়নির্ভর, যেমন—আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এ

বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাচেলর ইন আর্কিটেকচার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি দেওয়া হয়ে থাকে।

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস ইঞ্জিনিয়ারিং।

সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং, নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচার অ্যান্ড টেকনোলজি, আর্কিটেকচার বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি দিচ্ছে।

এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মাসি, আর্কিটেকচার, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি অফার করা হয়।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের আন্তর্জাতিক নানা স্বীকৃতি রয়েছে। সম্প্রতি তারা মহাশূন্যে উৎক্ষপণের জন্য একটি ন্যানো স্যাটেলাইট তৈরি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির সহযোগী অধ্যাপক ড. খলিলুর রহমান মনে করেন, এর ফলে মহকাশ নিয়ে গবেষণা হওয়া দেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে বাংলাদেশ।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এর আগে রোবট তৈরি করে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের মাথা উঁচু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের যে বিষয়গুলোতে স্নাতক পড়ার সুযোগ আছে তা হলো অ্যাপ্লাইড ফিজিকস ও ইলেকট্রনিকস, আর্কিটেকচার, বায়োটেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশনস ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও মাইক্রোবায়োলজি।

চাকরির বাজার

স্থাপত্য : বাংলাদেশে চলমান উন্নয়ন ও নগরায়ণের কারণে স্থাপত্য ক্ষেত্রে বড় জনবলের চাহিদা তৈরি হয়েছে। সেদিকে লক্ষ রেখে বর্তমানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও বিষয়টিতে পাঠদান শুরু করেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্কিটেকচারের বিষয়ে কথা বলতে হলে আহছানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আলাদা করে বলতেই হবে। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রকৌশলের ছাত্রদের অন্যতম পছন্দ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। **ব্র্যাক, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়েও আর্কিটেকচার পড়ানো হয়। বিষয়টিতে পড়ার সুযোগ আছে সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়েও।**

http://www.kalerkantho.com/feature/campus/2016/08/17/394259

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক

UAP-PRD

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনের অধীনে ফার্মাসি বিভাগ নিয়ে বলছেন বিভাগের চেয়ারম্যান **অধ্যাপক ড. স্বর্ণালী খন্দকার**

ভর্তি : মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অন্তত জিপিএ ৪ থাকতে হবে। ১০০ নম্বরের লিখিত ও পরে মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।

খরচ : ভর্তি হতে ২১ হাজার, প্রতি সেমিস্টারে রেজিস্ট্রেশন ফি ৪৫ হাজার ও টিউশন ফি হিসেবে ৫০ হাজার করে ১৬২ ক্রেডিটে মোট সাত লাখ ৬০ হাজার টাকা।

বৃত্তি : মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে জিপিএ ৫ পেলে টিউশন ফির ওপর ৫০ শতাংশ, ৪.৫ বা ৪ পেলে ভর্তির সময় যথাক্রমে ২৫ শতাংশ ও ১০ শতাংশ টাকা ছাড় পাওয়া যাবে। প্রতি সেমিস্টারে ফলাফলের ভিত্তিতে টিউশন ফির ওপর ২৫ থেকে ১০০ শতাংশ বৃত্তি পাওয়া যাবে। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় মোট শিক্ষার্থীর তিন শতাংশ বিনা বেতনে পড়তে পারবেন। আবেদনের ভিত্তিতে দরিদ্র ও মেধাবীদের টিউশন ফিয়ের ওপর ১০ থেকে ১০০ শতাংশ বৃত্তি দেওয়া হবে।

লেখাপড়া : তাত্ত্বিক বিষয়ের পাশাপাশি ব্যবহারিক বিষয়েও বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বিভাগ থেকে নিয়মিত জার্নাল প্রকাশ করা হয়। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের গবেষণা প্রবন্ধ লিখে মান বাড়াতে পারেন।

সুযোগ-সুবিধা : মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, উন্নতমানের ল্যাব ও রিসার্চ ল্যাবরেটরি আছে। ব্যবহারিক জ্ঞান উন্নত করতে দেশি-বিদেশি ওষুধ কম্পানির কর্তাব্যক্তিদের উপস্থিতিতে নিয়মিত সেমিনার করা হয়। চাকরির ক্ষেত্র : ওষুধ কম্পানিতে ফার্মাসিস্ট, ক্রয়-বিক্রয়কর্মী, মেডিসিন রিসার্চ সেন্টারে গবেষকসহ নানা ক্ষেত্রে চাকরি করা যাবে।

http://www.kalerkantho.com/feature/campus/2016/08/17/394244